সমগ্র শিক্ষার মর্মবাণী

চিত্তভূষণ দাসগুপ্ত

মূল্য —পঁচিশ পয়সা।

দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বৎসর নানা ঘাত প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া বুনিয়াদী শিক্ষা ক্ষেত্রে কাজ করার পরিণতরূপ এই সমগ্র শিক্ষা চিন্তা। বর্ত্তমান লক্ষ্যহীন দুর্গতিপূর্ণ শিক্ষার অবসানকল্পে কর্ত্তব্য-বোধে এই চিন্তা সূত্র মর্মবাণীরূপে প্রকাশিত হইল। শিক্ষাব্রতীদের পথ এই মর্মবাণী সার্থক সহায়তা দান করুক ইহাই প্রার্থনা।

প্রকাশক

দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭৬

এই পুস্তিকার বিক্রয় লব্ধ অর্থ
সমগ্র শিক্ষার কাজে ব্যয়িত হইবে।

গান্ধীজীর আদর্শে
সমগ্র শিক্ষা পরিকল্পনা
পরিকল্পিত।

নয়ী তালিমেরই
নূতনরূপ
সমগ্র শিক্ষা পরিকল্পনা।

বুনিয়াদী শিক্ষার
আদর্শে-ই
সমগ্র শিক্ষার কর্ম্মধারা
প্রবাহিত।

সমগ্র শিক্ষায়
শ্রম ও বুদ্ধি
সম মর্য্যাদায়
প্রতিষ্ঠিত হইবে।

সৎ জীবিকার্জ্জনের পথে
শরীর বুদ্ধি ও আত্মার
সুসামঞ্জস্য বিকাশেই
সমগ্র শিক্ষার লক্ষ্য।

ডিগ্রী প্রাপ্তিই শিক্ষার লক্ষ্য নয়
এই মনোভাব জাগাইয়া তুলুন।

জাতীয় শিক্ষার
সুষ্ঠু রূপ দানই
সমগ্র শিক্ষার কর্ম্মধারা।

বর্ত্তমান লক্ষ্যহীন শিক্ষাধারার
বিরুদ্ধেই
সমগ্র শিক্ষার অভিযান।

সমগ্র শিক্ষার বৈপ্লবিক
অভিযানে নিজেকে
যুক্ত করুন।

পরের অনুকরণে
বিপ্লব হয় না
সমগ্র শিক্ষা কর্মীর ইহাই
বৈপ্লবিক চিন্তা।

শোষণ মুক্ত সমাজ গঠনই
সমগ্র শিক্ষার স্বপ্ন।

দেশের মূঢ় ম্লান মূক মুখে
সার্থক ভাষা ফুটাইয়া তোলাই
সমগ্র শিক্ষা কর্মীর ধ্যান।

সমগ্র শিক্ষা কর্মীর পথ
কুসুমাস্তীর্ণ নয় পরন্তু দুর্গম।

শিক্ষায় বঞ্চিত জনগণের
জীবন ও জীবিকার শিক্ষা ব্যবস্থাই
সমগ্র শিক্ষার শিক্ষা ব্যবস্থা।

বর্ত্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা
শোষক সমাজের পুষ্টির জন্য
সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থা
শোষিত সমাজের মুক্তির জন্য।

কায়েমী স্বার্থে পরিচালিত
বর্ত্তমান শিক্ষা ধনীর জন্য।
সমগ্র শিক্ষা পরিকল্পনা
গরীবের জন্য।

বিকেন্দ্রিত শিক্ষাধারাই
সমগ্র শিক্ষার পথের সহায়ক।

গ্রামে গ্রামে সুসংগঠিত সমগ্র শিক্ষা কেন্দ্র গড়িয়া তুলিয়া শিক্ষার দুর্গতি হইতে নিজেকে ও দেশকে রক্ষা করুন।

প্রতি ত্রিশ জনের ইউনিটে একটি সমগ্র শিক্ষা কেন্দ্র গঠনের দ্বারা শিক্ষাধারাকে বিকেন্দ্রিত ও বিস্তৃত করুন।

শিক্ষা ব্যবস্থার বিকেন্দ্রিকরণের পথে প্রশাসন ব্যবস্থা বিকেন্দ্রিকরণে সমগ্র শিক্ষার বৈপ্লবিক অভিযানকে সার্থক করুন।

স্বাবলম্বী শিক্ষাধারাই
সমগ্র শিক্ষার পথ।

চাকুরী নয় কাজ
সমগ্র শিক্ষাকর্মীর ইহাই অনুভব।

সমগ্র শিক্ষা কর্মীর লক্ষ্য
কেবল অর্থোপার্জ্জন নয়
পরন্তু
স্বাবলম্বনের পথে শোষণমুক্ত
সমাজের গঠন।

নিজের আহারের জন্য যেমন
পরের সাহায্যের অপেক্ষা করেন না
নিজের সাক্ষরতার জন্যও তেমন পরের
সাহায্যের অপেক্ষা করিবেন কেন ?

গ্র্যাণ্টের জন্য বিদ্যালয় নয়
বিদ্যালয়ের জন্য গ্র্যাণ্ট
এই ভাব জাগাইতে হইবে।

শিক্ষার্থে
কমপক্ষে দৈনিক পাঁচ পয়সা
বা একমুষ্টি চাউল বা মাসে
একদিনের শ্রমলব্ধ অর্থ জমাইয়া
শিক্ষায় স্বাবলম্বনের পথ ধরুন।

বাহিরের আলো আসিলেও
যেমন মন্দিরের নিজস্ব পবিত্র
প্রদীপ জ্বলে তেমনই বাহিরের
সাহায্য পাইলেও সমগ্র শিক্ষাকর্মী
স্বাবলম্বনের প্রদীপ জ্বালাইয়া
রাখিবেন।

সমগ্র শিক্ষার চারিটি খুঁটি
সঞ্চয়, স্বাবলম্বন, সততা ও সংহতি।

সমগ্র শিক্ষায়
নিরক্ষরতা দূরীকরণই
সমাজকে শোষণমুক্ত করার প্রথম ধাপ।

নিরক্ষরতা সমাজের
শোষককে পুষ্ট করে।

স্বাক্ষরতা সমাজের
শোষিতকে শক্তি যোগায়।

নিরক্ষরতার অন্ধকার হইতে
গ্রাম ও সমাজকে
মুক্ত করুন।

টিপসহীর অপমান
সমাজ আর কতদিন
সহ্য করিবে?

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে
পরিচালিত
সাক্ষরতার আন্দোলনকে
জয়যুক্ত করুন।

যাহা পড়িবে তাহা লিখিবে
যাহা লিখিবে তাহা বুঝিবে
যাহা বুঝিবে তাহা বলিবে
যাহা বলিবে তাহা করিবে
সমগ্র শিক্ষায় ইহাই সাক্ষরতার রূপ।

সমগ্র শিক্ষার মূল আদর্শে
স্থানীয় পরিবেশ অনুযায়ী
সমগ্র শিক্ষা কেন্দ্রের পাঠ্যক্রম
প্রস্তুত করিতে সাহায্য করুন।

জীবন ও জীবিকার পথকে অক্ষুন্ন
রাখিয়াই সমগ্র শিক্ষার পাঠ্যক্রম
প্রস্তুত করিতে হইবে।

সমগ্র শিক্ষার বিদ্যালয়
চব্বিশ ঘণ্টার বিদ্যালয় হইবে।

সমগ্র শিক্ষার সেবক
চব্বিশ ঘণ্টার সেবক হইবে।

শিক্ষায় বঞ্চিত জনগণের
বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনই
সমগ্র শিক্ষার পরিণত রূপ।

জাতীয় পতাকার ন্যায়
জাতীয় শিক্ষার সুষ্ঠুরূপ
দান করিতে অগ্রসর হউন।

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।